দীর্ঘ অস্থিরতার পর শিক্ষার পরিবেশ ফেরার প্রত্যাশা

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন নেতৃত্ব

ম এইচ রবিন
১৯ মার্চ ২০২৬, ১২:০০ এএম

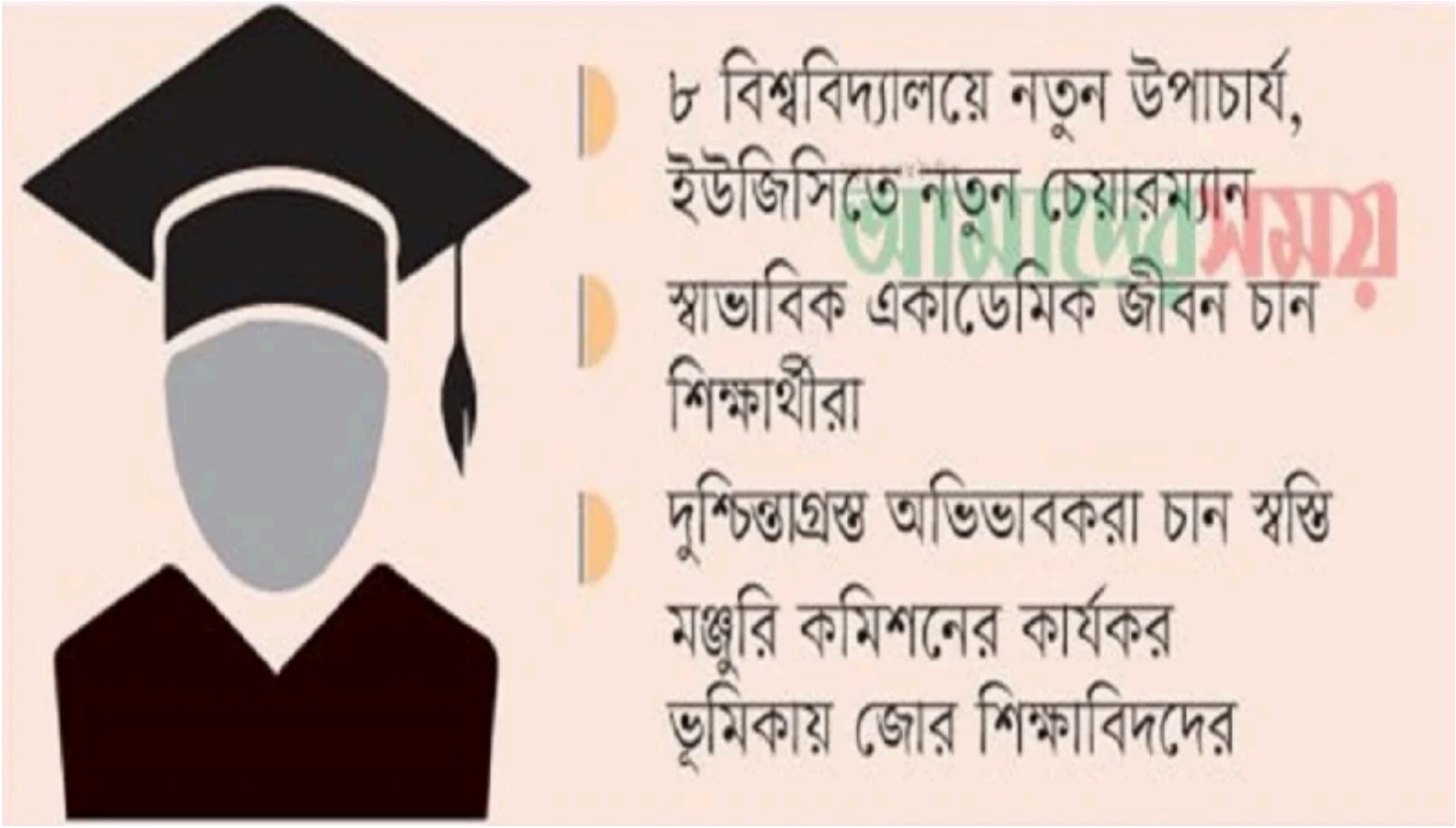

দুই বছর ধরে দেশের উচ্চশিক্ষার অঙ্গন ছিল উত্তাল। বেশির ভাগ সময়েই ক্লাস-পরীক্ষা ঠিকমতো হয়নি। রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে সময় কাটে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের। উদ্বিগ্ন ছিলেন অভিভাবকরাও। এই দীর্ঘ অস্থিরতার পর এবার নতুন করে স্বস্তির বার্তা দিচ্ছে রাজনৈতিক সরকার। উচ্চশিক্ষা প্রশাসনে ব্যাপক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে স্থিতিশীলতা। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নতুন নেতৃত্বের কাছে শিক্ষাই প্রাধান্য পাবে- এমন ক্যাম্পাস প্রত্যাশা করছেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবকরা এবং শিক্ষাবিদরা।

দেশের শীর্ষস্থানীয় আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য (ভিসি) এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে (ইউজিসি) নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এই সমন্বিত উদ্যোগ উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় গতি ফেরানোর পাশাপাশি একাডেমিক পরিবেশ পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রশাসনে নতুন মুখ, নতুন প্রত্যাশা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের ৮টি স্বায়ত্তশাসিত ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য (ভিসি) নিয়োগ দিয়েছে সরকার। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) নতুন চেয়ারম্যানও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পৃথক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে এসব প্রজ্ঞাপন গত মঙ্গলবার জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন অধ্যাপক এবিএম ওবায়দুল ইসলাম, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক রইস উদ্দিন, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছিদ্দিকুর রহমান খান, ঢাকা সেন্ট্রাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুয়েট) অধ্যাপক মোহাম্মদ মাসুদ এবং ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু জাফর খানকে ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক মো. আল ফোরকান ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন অধ্যাপক ফরিদুল ইসলাম।

অপরদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক মামুন আহমেদকে ইউজিসির নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভাষ্য, যোগ্যতা ও পারফরম্যান্সের ভিত্তিতেই এই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, রাজনৈতিক পরিচয় বিবেচ্য হয়নি।

উত্তাল সময়ের পর শান্তির প্রত্যাশা : বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে গত কয়েক বছর ধরে শিক্ষার্থীদের নানা দাবিকে কেন্দ্র করে আন্দোলন-সংগ্রাম চলেছে। এর প্রভাব পড়েছে নিয়মিত ক্লাস, পরীক্ষা এবং গবেষণা কার্যক্রমে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের এক শিক্ষার্থী তাসলিমা জুমা বলেন, ‘আমরা প্রায় দুই বছর ধরে স্বাভাবিক একাডেমিক জীবন পাইনি। এখন নতুন প্রশাসন এসেছে। আমরা চাই দ্রুত ক্লাস-পরীক্ষা নিয়মিত হোক।’

একই সুর শোনা যায় অভিভাবকদের কণ্ঠেও। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক অ্যাডভোকেট অহিদুল ইসলাম বলেন, ‘সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা দুশ্চিন্তায় ছিলাম। এখন যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থিতিশীলতা ফিরে আসে, সেটাই হবে সবচেয়ে বড় স্বস্তি।’

তবে একাডেমিক গতি ফেরানোর চ্যালেঞ্জ নতুন উপাচার্যদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে- স্থবির হয়ে পড়া একাডেমিক কার্যক্রম পুনরুজ্জীবিত করা।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভিসি অধ্যাপক ড. মো. ফরিদুল ইসলাম দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন, ‘শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সুশৃঙ্খল ক্যাম্পাস গড়ে তুলতে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।’

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভিসি অধ্যাপক ড. আল-ফোরকান বলেন, ‘এটি একটি বড় দায়িত্ব। একাডেমিক ও গবেষণা কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সবাইকে নিয়ে কাজ করতে চাই।’

ইউজিসিতে নতুন নেতৃত্ব, নীতিনির্ধারণে গতি : উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা ইউজিসির নেতৃত্বে পরিবর্তনকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা। অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদকে চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার মাধ্যমে নীতিনির্ধারণে নতুন গতি আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ইউজিসির সাবেক চেয়ারম্যান শিক্ষাবিদ অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রশাসনিক পরিবর্তন যেমন জরুরি, তেমনি ইউজিসির কার্যকর ভূমিকা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক নীতিনির্ধারণ ছাড়া স্থায়ী পরিবর্তন সম্ভব নয়।’

এই পরিবর্তনকে ইতিবাচক হিসেবে দেখলেও সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন এই শিক্ষাবিদ। তিনি বলেন, ‘শুধু প্রশাসনিক পরিবর্তনই যথেষ্ট নয়। স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। না হলে এই পরিবর্তনের সুফল দীর্ঘস্থায়ী হবে না।’

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর প্রত্যাশা : বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বলছেন, স্থিতিশীল প্রশাসন থাকলে গবেষণা ও একাডেমিক কার্যক্রমে নতুন গতি আসবে। অন্যদিকে শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে সময়মতো পরীক্ষা ও সেশনজট নিরসনের দিকে।

সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নতুন নেতৃত্ব সফল হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আবার ফিরবে প্রাণচাঞ্চল্য, ক্লাসরুমে বসবে শিক্ষার্থীরা, পরীক্ষার হল ভরবে ব্যস্ততায়। তবে সেই পথ সহজ নয় বলে মনে করেন অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী। তার পরামর্শ- অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করেই এগোতে হবে। কারণ উচ্চশিক্ষা শুধু একটি খাত নয়। এটি একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণের ভিত্তি।